Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

পোল্যান্ড সমস্যা - একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা

পূর্ব ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হল পোল্যান্ড। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। পোল্যান্ড আত্মসমর্পণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যান্ডই প্রথম স্বাধীনতা হারিয়েছিল। পোল্যান্ডের সরকার লন্ডনে আশ্রয় নিয়েছিল এবং যুদ্ধের সময় সেইখানেই তারা অবস্থান করেছিল। জার্মান বাহিনীকে পোল্যান্ড থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সোভিয়েত বাহিনী ১৯৪৪ সালে পোল্যান্ডে প্রবেশ করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া লন্ডনের পোলিশ সরকারকে অগ্রাহ্য করে পোল্যান্ডের শাসনভার Polish Committee of National Liberation বা লুবলিন কমিটির হাতে তুলে দিয়েছিল। এই নিয়ে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিতর্ক হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন লুবলিন কমিটি কে পোল্যান্ডের অস্থায়ী সরকার হিসাবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র এর বিরোধিতা করেছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পোল্যান্ড সমস্যার মোটামুটি একটি সমাধান হয়েছিল। কিন্তু এই সমাধান স্থায়ী ছিল না। পোল্যান্ড সমস্যা বিশ্বরাজনীতিকে উত্তপ্ত করেছিল।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্টালিন পোল্যান্ড সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। আমেরিকা ও ইংল্যান্ড এবং জার্মান ও সোভিয়েত প্রভাবমুক্ত এক স্বাধীন সরকার পোল্যান্ডে গঠন করতে চেয়েছিল। স্তালিন পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট শাসিত স্বাধীন সরকার গঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিল যে পোল্যান্ডের অন্যান্য দল এবং লন্ডনে নির্বাসিত পোলিশ সরকারের সদস্যদের নিয়ে লুবলিন কমিটির সরকার গঠন হবে। স্থির হয়েছিল নির্বাচনের মাধ্যমে পোল্যান্ডে নতুন সরকার গঠিত হবে। যে অস্থায়ী সরকার গঠন হয়েছিল সেখানে ইংল্যান্ডে নির্বাসিত সরকারের প্রতিনিধি ও পোল্যান্ডের অনান্য রাজনৈতিক দলের

সদস্যরা থাকলেও এই সরকার ছিল কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রাধীন। সোভিয়েত সমর্থিত এই সরকার বিরোধীদের অপসারণ করার চেষ্টা চালিয়েছিল। পোল্যান্ড সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রনে চলে গিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে পোল্যান্ডে নির্বাচন হয়েছিল। এই নির্বাচনের পূর্বে সোশ্যালিস্ট পার্টী, পেজেন্ট পার্টী, ডেমোক্রাটিক পার্টী একটি যৌথ মোর্চা Democratic Bloc গঠন করেছিল। তারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিল। ১৯৪৭ এর নির্বাচনে সোভিয়েতপন্থী মোর্চা ৩৯২ টি আসন পেয়েছিল। বিরোধীরা পেয়েছিল মাত্র সাতাশ টি আসন। পোল্যান্ডের বিরোধী দল পেজেন্টস পার্টীর নেতা স্ট্যানিসলভ মিকোলেজিক পোল্যান্ড ত্যাগ করেছিল। পোল্যান্ডের অন্যান্য দল গুলি Democratic Bloc এর সাথে মিশে গিয়ে United Workers Party গঠন করেছিল। এই দল দেশে সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালিয়েছিল।

প্রথমদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ভালো থাকলেও সময়ের সাথে অবনতি হতে শুরু করে। পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট নেতারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রভুত্বকে মানতে রাজী ছিল না। তারা জাতীয়তাবাদ দ্বারা অনুপ্রানিত ও পরিচালিত ছিল। তারা পোল্যান্ডের স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের দাসত্বকে মানতে চায়নি। যুগোশ্লাভিয়ার সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধ শুরু হলে পোল্যান্ড টিটো কে সমর্থন করেছিল রাশিয়া কে নয়।

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে পোল্যান্ডের কাউন্সিল অফ আর্ট এন্ড কালচার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে মানতে অস্বীকার করেছিল। তারা সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজী ছিল না। তারা শিল্পির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। ১৯৫৫ সালে জানুয়ারি মাসে পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কাস পার্টি নিরাপত্তা বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ ও তার ক্ষমতা সীমিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালের পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে নতুন চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ছাড়াও অন্যান্য সংস্কৃতি চর্চা, পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছিল। পোল্যান্ডের এই কাজ স্বাভাবিক কারণেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মানতে পারেনি। পোল্যান্ডের এই খোলামেলা দিক সোভিয়েত রাশিয়া মানতে পারেনি তারা পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট নেতা গমুলকাকে বহিষ্কার করেছিল।

১৯৫৬ সাল পোল্যান্ডের ইতিহাসে এই গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৫৬ সালের ২৮শে জুন পোল্যান্ডের পোজনান শহরের শ্রমিকরা বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করেছিল। তারা অল্প বেতন এবং বেশি শ্রমের বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরু করেছিল। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দাঙ্গাও শুরু হয়েছিল। সরকার এই দাঙ্গার পিছনে সাম্রাজ্যবাদের হাত দেখেছিল। এই বিদ্রোহ কে বুদ্ধিজীবীরা

সমর্থন করেছিল। এরা নানা বিষয়ে সোভিয়েত প্রভাব কে মানতে পারেনি। পোল্যান্ডে কি ধরনের সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করা উচিত সে বিষয়ে তাদের বক্তব্য পরিষ্কার ছিল। পোল্যান্ডের গির্জাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। পোল্যান্ডদের ইউনাইটেড ওয়ার্কাস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভায় বলা হয়েছিল যে পোজনান ঘটনাকে পোল্যান্ডের আভ্যন্তরীণ ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। পোল্যান্ডের জনগণের আশাভঙ্গ থেকেই এই অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা করেছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। এই সময় বহিষ্কৃত নেতা গমুলকাকে স্বপদে ফিরিয়ে আনার দাবী ওঠে, রাশিয়া সে দাবী মানতে বাধ্য হয়, এবং গমুলকাকে ফিরিয়ে এনে যাবতীয় ক্ষমতা দিতে বাধ্য হয়েছিল।

পোল্যান্ডের পরিস্থিতিকে দেখার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রুশ্চেভ, কাগানোভিচ, মাইকোয়ান এবং মলোটভ এই চারজন প্রধান নেতাকে পোল্যান্ডে প্রেরন করেছিল। একই সঙ্গে সোভিয়েত পোল্যান্ডে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আলোচনার সময় গমুলকা সোভিয়েত প্রতিনিধিদের বলেছিল তারা সমাজতন্ত্রবাদ বা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নয়। প্রতিনিধিগণ গমুলকার ব্যখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সোভিয়েত সেনাদল ফিরে গিয়েছিল। মস্কো গমুলকার উপর আস্থা রেখেছিল। আসলে গমুলকা কিছুটা নরম হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলে আখেরে কোন লাভ হবে না, অশান্তি বাড়বে। সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসনের শিকার হবে পোল্যান্ড। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পোল্যান্ডের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে পোল্যান্ডের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কিন্তু এই বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ষাট এবং সত্তর দশকে পোল্যান্ডের অভ্যন্তরে সংস্কারের জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইউনাইটেড ওয়ার্কাস পার্টি এই আন্দোলন কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ১৯৬৮ সালে পোল্যান্ডের ছাত্র সমাজ গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৯৭০ সালে শ্রমিক শ্রেণী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৯৭৬ সালে আবার শুরু হয়েছিল শ্রমিক আন্দোলন। এই সকল আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

১৯৮০ সালে শ্রমিক শ্রেণী শিল্প ধর্মঘট শুরু করেছিল। পোল্যান্ডের সর্বত্র এই ধর্মঘট প্রভাব ফেলেছিল। পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি এই শ্রমিক আন্দোলনকে মানেনি। সেজন্য শ্রমিক ও পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতভেদ শুরু হয়েছিল। শ্রমিকরা স্বাধীনভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য Solidarity নামক একটি আলাদা দল গঠন করেছিল। এটি ছিল ইউনাইটেড ওয়ার্কস পার্টির নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংঘের বিকল্প শ্রমিক সংঘ। এই সংঘের নেতা ছিল লেচ ওয়ালেসা। এই সংগঠনের দাবী ছিল শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে আন্দোলন করার সুযোগ দিতে হবে। সপ্তাহে পাঁচ

দিনের বেশি তাদের কাজ করানো যাবে না। এছাড়া শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক সংস্কারসাধন, ইত্যাদি কর্মসূচিকে সামনে রেখে সলিডারিটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কৃষকদেরও এই আন্দোলনে সামিল করা হয়। পোলিশ সরকার এই আন্দোলনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ১৯৮২ সালে পোল্যান্ড সরকার সলিডারিটি কে অবৈধ সংগঠন বলে ঘোষণা করে এবং বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

এই আন্দোলন কেবলমাত্র পোল্যান্ড সরকারকেই বিব্রত করেনি। এই আন্দোলন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের ১৪ই জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মিখাইল গর্বাচেভ ও জেরুলেসকি সোভিয়েত – পোল্যান্ড সম্পর্ক নিয়ে এক যৌথ বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন – পোল্যান্ড এর সম্পর্ক সমতা, পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ ও নিজ নিজ দেশের বিকাশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উভয় দেশ নিজেদের স্বাধীনতা কে মেনে চলবে। গর্বাচেভ পোল্যান্ড সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে সম্পর্ককে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিলেন। সলিডারিটি আন্দোলনের উপর যে সকল বিধিনিষেধ ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়। সলিডারিটি একটি বৈধ সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৮৯ সালে পোল্যান্ডের সাধারন নির্বাচনে ৪৬০ টি আসনের মধ্যে ১৬১ টি আসনে সলিডারিটি প্রার্থী দিয়েছিল, একটি ছাড়া সব আসনে জয় লাভ করেছিল। নির্বাচনের ফলাফল প্রমান করেছিল যে সলিডারিটি দের পোল্যান্ডের জনগণ মেনে নিয়েছে। তাদের আন্দোলন পোল্যান্ডের জনগণের মনে আশার আলো জ্বালিয়েছিল। গর্বাচেভ পোল্যান্ডের সলিডারিটির নেতৃত্বে গঠিত সরকারে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে পোল্যান্ডদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৭৭% ভোট পেয়ে সলিডারিটি আন্দোলনের নেতা লেচ ওয়েলেসা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। তিনি শাসনভার গ্রহণ করলে পোল্যান্ড সমস্যার সমাধান হয় এবং পোল্যান্ডের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।